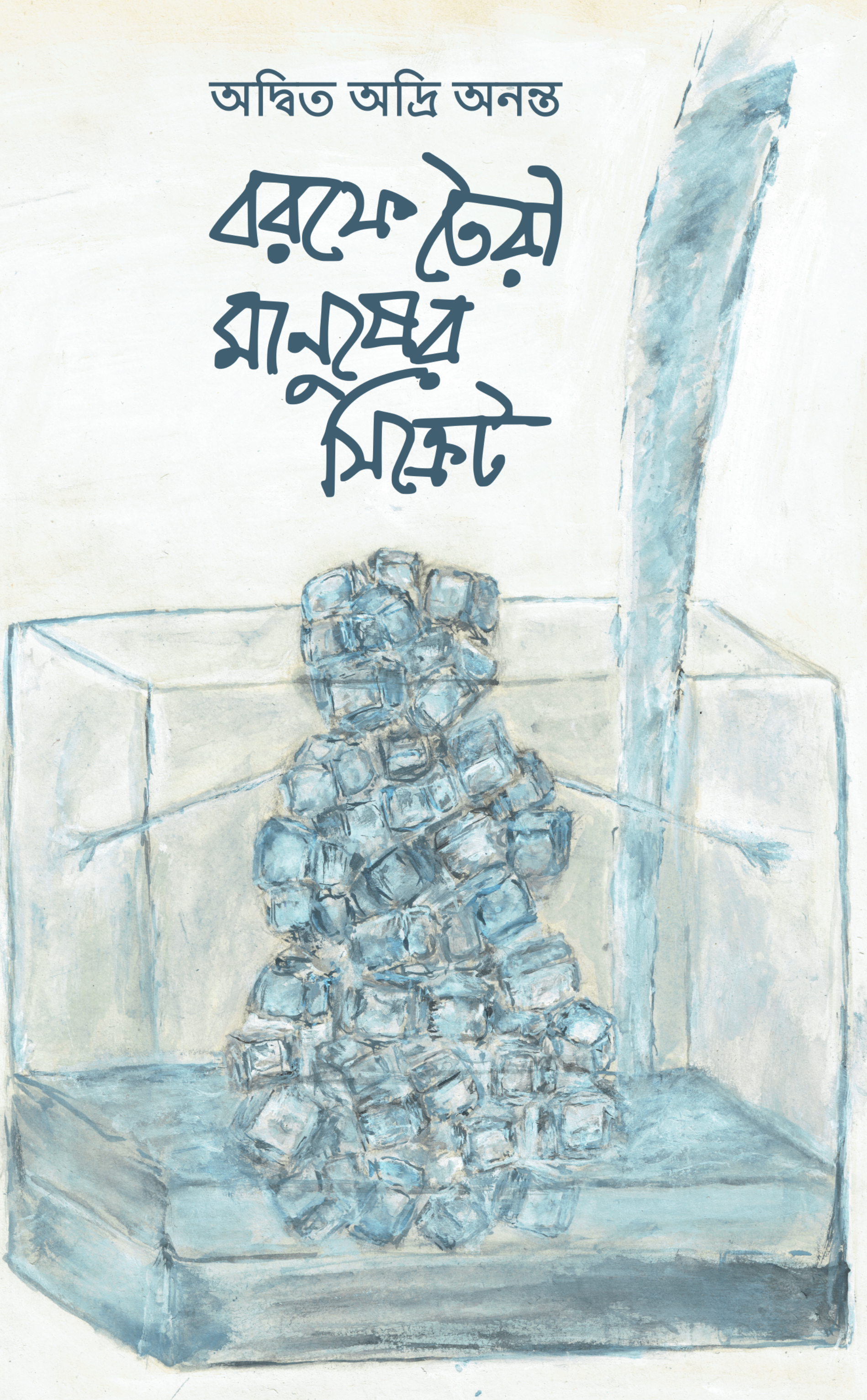
অদ্বিত অদ্রি অনন্ত

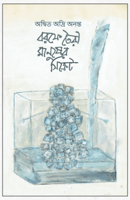
বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট



অদ্বিত অদ্রি অনন্ত

বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট

আগামী প্রকাশনী



অদ্বিত অদ্রি অনন্ত

বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট

রচনাকাল: ২০১৭–২০১৯

প্রথম সংস্করণ: মাঘ ১৪২৫, ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকাশক: ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০;
ফোন ৭১১১৩৩২, ৭১১০০২১

মুদ্রণ: স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা

প্রচ্ছদচিত্র ও জলছাপচিত্র: জান্নাতুল ফেরদাউস জেমীম

প্রচ্ছদবিন্যাস, পৃষ্ঠাসজ্জা, নামলিপি, কম্পিউটারগিরি: সেলিম রেজা নিউটন

প্রুফ সংশোধন: নিয়ামুন নাহার

মূল্য: ০০০ টাকা

Audeet Audri Ananto
The Secret of Ice-Made Humans
First Edition: Agamee, February 2019
Published by: Osman Gani, Agamee Prakashani, 36 Bangla Bazar, Dhaka 1100. Phone: 7111332, 7110021
Cover Art: Jannatul Ferdaus Jemeem
Cover layout, page makeup, computer work: Salim Reza Newton
Price: Tk 000. US$ 000

ISBN: 978 984 04 1619 6

উৎসর্গপত্র

জান্নাতুল ফেরদাউস জেমীম
সালমা আজিজা
নাঈমা সুলতানা মৌ
লালন সুস্মিতা মীরা

খন্দকার রাফি
অভ্র

চিতা
চৈত্র
মুগলি
মন

সূচিপত্র

০৭ পৃথিবীর গভীরতম গহ্বর
০৮ ঘন কুয়াশার মতো শীত
০৯ রক্ত
১১ দুধ, কলা ও কালসাপ
১৩ নিল ডাউন সভ্যতা
১৫ অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার
১৬ দ্য বিটলস ব্রেকাপ সাইকোলজি
১৭ সাতটা বেজে শূন্যতা
১৯ দৃশ্য থেকে দূরত্বে
২০ বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট
২২ লাস্ট ট্রেইন
২৩ স্বপ্নপ্রবণ
২৪ গ্রুপ ফটো
২৫ দুঃস্বপ্নের সাতশো মিনিট
২৬ পিনড্রপ সাইলেন্স
২৭ চাক্ষুষ
২৯ যোগাযোগ
৩০ নৈঃশব্দ্যের ক্ষণ
৩২ জীবাণুর মতো
৩৪ এই তো, আর পাঁচ মিনিট
৩৫ পাথরের ভেতর, এইটুকু আকাশ...
৩৬ সাময়িক বিভ্রান্তি
৩৭ লক্ষ্যভেদ

আপাতত অন্ধকার ৩৯
আমার দুই শতাধিক দেয়াল ৪০
জন্মদাগ ৪১
ঘুমিয়ে পড়া যায় ৪২
স্লিপওয়াকিং ৪৩
সিজোফ্রেনিয়া ৪৫
খুন বিষয়ক ৪৭
জন্ম সার্টিফিকেট ৪৮
সেইসব দুপুরের খোঁজে ৪৯
দরজাজনক ৫১
ইতি, বাংলাদেশ ৫২
চশমা ৫৪
রাষ্ট্র দ্যাখে ৫৫
সৃষ্টিস্বর ৫৬
ই(মাইনর)স্বর ৫৭
যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব ৫৮
গাঁজার ডিলার ছিলাম ৬০
এইভাবে অনেকদিন যাওয়ার পরে ৬১
মৃত্যু বিষয়ক ওয়েদার ৬৩
পরিচয় ৬৪
সুইসাইড নোট ৬৫
তরল স্বভাবের কিছু লোনলিনেস ৬৬
সাত নম্বর এভিনিউ ৬৭
মৃত মনে হয় ৬৯
তবুও অসুখ আসে ৭১
বিদায়ের বিপরীতে ৭২

পৃথিবীর গভীরতম গহ্বর

আমি যখন সমুদ্রের মাঝামাঝি একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে
হিমশিম খাচ্ছি
তখন হুট করে সমস্ত অন্ধকার একসাথে আমার সামনে
দাঁড়িয়ে থাকল— তেমন কোনো আবদার ছাড়াই।
এইসব অন্ধকারে সাধারণত শোনা যায় কাঙ্ক্ষিত শোক-সংবাদ
তবে এই মুহূর্তে আমি এগোচ্ছি পৃথিবীর গভীরতম গহ্বরের দিকে —
বরং
কোনো স্বাভাবিক স্রোতে ভেসে।

পৃথিবীর গভীরতম গহ্বর।
আমার মনে হয় এটা আমাদের ঘুমানোর জায়গা।
এখানে আমরা ঘুমাতে পারি— সীমানার কাছাকাছি
যেমন জল আর ঢেউ দু-জনে বিশ্রাম নেয়
কোনো কথা না বলেও।
আমাদের সঙ্গ দিতে এখানে ছুটে আসতে পারে
সমুদ্রের ফেলে যাওয়া যেকোনো সৈকত— আর
তার একাধিক আকাশ।

তবে একটা দৃশ্য এখানে আছে— মনে রাখার মতো।
সমস্ত সব মাস যখন তাদের একমাত্র সন্তানস্বরূপ আলোর মতো
একটা পরিবেশ জন্ম দেবে একান্তই আমাদের সামনে—
আর চোখে চোখে ঘুরে ঘুরে বেড়াবে বৃহৎ কোনো বিস্ময়

এই সবকিছুর পেছনে থাকবে— ভয়াবহ অন্ধকার।

২৯ অক্টোবর, ২০১৮

ঘন কুয়াশার মতো শীত

এখানে কোলাহল। এখানে শব্দ ওঠে সিঁড়ি বেয়ে ঘন কুয়াশার মতো। সমতল ভূমি থেকে আকাশ অব্দি রাত দেখা যায়। থেমে থেমে কয়েকবার বিভ্রান্তি হতে পারে আমাদের। জানালা খুললে লজিক মিলবে না।

নৈঃশব্দ্য এখানে পরবর্তী দৃশ্য। এখানে একটা আকাশ, অনেক আকাশের ভূমিকা পালন করে। অন্তত আমাদের এমন মনে হতেই পারে। আমরা তো ভাবতেই পারি, শব্দ হতোই বা কেন এইসব ক্লান্তির আগে। জানতে পারি, কয়টা বেজে ঘড়ি থেমে গেছে অল অফ আ সাডেন। সবই স্বাভাবিক কিন্তু লজিক মিলবে না— এতটুকু আমরা আন্দাজ করতেই পারি; আকাশ দেখার আগে। এখানে নৈঃশব্দ্য অত্যন্ত জরুরি। এখানে ঘন কুয়াশার মতো শীত। এখানে কোলাহল। এখানে শব্দ ওঠে সিঁড়ি বেয়ে—

ঘন কুয়াশার মতো।

৭ ডিসেম্বর, ২০১৮

রক্ত

আর্তুর র‍্যাঁবোকে

আমি তো রক্তের ওপর দিয়ে হাঁটি। আমার চৌদ্দ পুরুষ— তারাও তো রক্তকে পারে নি পাশ কাটাতে এবং তারা জানত নদী যেমন ছড়ায়ে থাকে সমুদ্র থেকে খানিকটা নদীতে, রক্ত নামক যে তরল— মানুষের ভেতরই তার জন্ম।

মানুষের বাইরে যেটুকু রক্ত তা সমস্ত পশুপাখির ও রাস্তাঘাটের এবং সেটুকুও মানুষেরই অধিকার— মানুষ তা নিশ্চিত করেছে যুগের পর যুগ। পৃথিবীর সকল রক্ত যখন সমগ্র দেহের ভেতর ছিল হয়ত আরও কিছুক্ষণ থাকার জন্য, মানুষ তখন এর ঘোর প্রতিবাদ করে বসল— রাস্তায় নামাল অগুনতি রক্তের ফোঁটা এবং হুট করে শূন্য হয়ে গেল রাষ্ট্রের রক্তশূন্যতা— মানুষ বলল, দ্যাখো, কেমন রক্ত দিয়ে বিপ্লব আনা যায় এক শতাব্দীতে; রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রতে।

এর পরিপ্রেক্ষিতে— সমুদ্রসহ মানুষের সংগ্রহে থাকা যাবতীয় চোখসমূহ প্রায় শুকিয়ে যাওয়ার মতো করে কিঞ্চিৎ ভিজে রইল সমস্ত আকাশের থুতুতে। তাতে বিঘ্নিত হয় নাই একটাও মানুষের একবেলার ঘুম— বরং তারা দীর্ঘ সময় ঘুমিয়ে থাকা শিখে গেল যেহেতু তাদের চোখ ও পৃথিবীতে শান্তির প্রতীক— উভয়ই পুরোপুরি সাদা।

এদিকে রক্তের রঙ আমার কাছে আদতে লাল হলেও দৃশ্যের ভঙ্গি-বিচারে এর রঙ হতে পারে সবুজ, নীল, কালো কিংবা হাল্কা গোলাপিও— এতে তেমন কোনো গ্র্যান্ড রিভিল হয় না যদিও। যেই রঙই হোক আমি যার ওপর দিয়ে হাঁটি তার নাম রক্ত। এটাই গোড়ার কথা। তবে চমকে ওঠার সুযোগ আছে অন্য জায়গায়— অন্য যেকোনো জায়গায়।

এরকম ভয়াবহ একটা শঙ্কার ভেতর দিয়ে হেঁটে যায় আমাদের শিশুরা। স্কুলে যায়, ফিরে আসে, ঘরের ভেতর থাকে তবে শঙ্কার বাইরে নয়। তাদের প্রত্যেকের থাকে পূর্বনির্ধারিত একটাই পৃথিবী আর তার একমাত্র আকাশ। কোনোটা আমেরিকা, কোনোটা ফ্রান্স, কোনোটা ইন্ডিয়া— এমনই হয় তাদের পৃথিবীর একমাত্র নাম। অথচ এদের সবারই পায়ের নিচে থাকে রক্ত আর এরা পায় না হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য একটাও অভ্যাস।

আমাদের বৃদ্ধরাও এসব শঙ্কার বাইরে নন। বরং তারা এভাবেই ঘুম থেকে ওঠেন রোজ। রক্ত বয়ে নিয়ে চলায় তাদের চেয়ে ঐতিহ্যবাহী আর কে-ই বা হতে পারে। মাথার ওপর শঙ্কিত ছায়া আর পায়ের নিচে রক্ত নিয়ে হাঁটতে কারোই কোনো অসুবিধা হয় নি আজ পর্যন্ত। কিংবা দ্বিধা। আমি কেন ব্যতিক্রম হব এর? আমি ঘুমাতে যাব।

আমি ঘুমাতে যাব, আমার উস্কানিতেই পৃথিবীর সমস্ত আকাশ চুপ করে থাকবে যদিও সেখানে বজ্রপাত শুধু আমাকেই লক্ষ্য করে। তবে মৃত্যুকে আমি এর চেয়ে ঢের ভালো করে চিনি। পাশের রোডে কিংবা সুদূর মরুভূমিতে পড়ে থাকা সমস্ত রক্ত আমার পায়ের নিচেই থাকে। তাদের প্রত্যেকেই আমাকে বহন করে নিয়ে চলে অথচ তাদের চোখে আমি দিতে পারি শুধু ধুলোটুকুই।

এই ধুলোটুকু না দিলেও চলত। যদিও এই ধুলোটুকুই আমাকে কখনো ঘুমাতে দেয় নি। তবে রক্তের ওপর জুতো পরে না হাঁটলেও চলে। ধুলো ঠিকই পড়ে, তবে এবার পায়ের পাতাতেও।

ঘুমাবার ঠিক আগ মুহূর্তে দরজার কাছাকাছি টেবিলে এসে বসে এর থেকে একটাও বেশি কথা বললেন না জনাব আর্তুর র‍্যাঁবো।

৭ নভেম্বর, ২০১৮

দুধ, কলা ও কালসাপ

কোথাও কাউকে দেখা যাচ্ছে না
কোনো শব্দও নাই।
মানুষ আর পাখির সূক্ষ্ম কিছু তফাৎ
আমাকে বিচলিত করছে।

তাই দৌড়াচ্ছি।
রাস্তা থতমত আমি আমার মতো— ভেবে নেই আমার কোনো
একমাত্র পথ।
সেদিকে যেতে যেতে মনে পড়ে, খুব স্বাভাবিক সব দৃশ্যে
মানুষ
ভীষণ একা ও অমানুষ।

এই বিষয়ে আমি কাউকে কখনো সন্দেহ করতে দেই নি।
যত্ন করে পেটের ভেতর দুধ আর কলাগুলো রেখে দিতাম
তারপর যারা আমাকে পালতো পৃথিবীর ’পরে
তাদের চোখে আমার জন্য রাখা বিষ, ও তো আমারই সম্পদ;
ভাবতে ভাবতে যা হবার হতো।

তারপর থেকে একদিন কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না
কোনো শব্দও নাই
প্রচণ্ড ভয়ে আমি দৌড়াতে দৌড়াতে
ভুলে যেতে লাগলাম যাবতীয় কথা বলা।
মস্তিষ্ক তখন নিজের মতো করে কি যেন, কি যেন বলল?
মানুষ আর পাখির মেজর কোনো পার্থক্য?

নাহ্। মনে পড়েছে— খুব স্বাভাবিক সব দৃশ্যে
মানুষ
ভীষণ একা ও কালো রঙের সাপ।

এখন আর বিচলিত বোধ করছি না।

২১ অক্টোবর, ২০১৮

নিল ডাউন সভ্যতা

মারাত্মক একটা খবর রটেছে শহরে।
আমার-কিছু-যায়-আসে-না এমন সময়ে
হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আর কি—
কেউ একবারও মুখ চাওয়াচাওয়ি করল না।
এমনটাই তো ফুল ফোটার মতো স্বাভাবিক দৃশ্য— বরং মারাত্মক
একটা খবর রটেছে শহরে
মানুষ আর তার সঙ্গীরা নাকি এখনো দাঁড়াতে পারে।

এমন মারাত্মক দৃশ্য দেখার জন্য তো কয়েকশো দুপুর চোখ
বন্ধ করে হাঁটু গেড়ে থাকা যায়— কিংবা গরুর পেছন দিকটায়
তাকিয়ে থাকা যায় একশো বছর চুপচাপ।
কবিতাও নাকি লেখা যেত আগেকার যুগে
তাই তো আমি এ যুগের কবি কবিতা লিখি নাই।

সেই রকম একটা শতাব্দীর চোখ ধরে মারাত্মক একটা দৃশ্য রটেছে
শহরে।
বাতাসে ভাসছে অজস্র গুঞ্জন
সন্ধ্যার ’পরে রাত্রি লিখেছে ফালতু জিজ্ঞাসাবাদ
কেউ কেউ আবার হাঁটু গেড়ে বসে গেয়ে ফেলল গান।

আমার-কিছু-যায়-আসে-না এমন সময়ে আমি শান্ত থাকি না;
তাই ছুটতে থাকলাম নিজের দিকেই।
তার কিছুক্ষণ পর মারাত্মক একটা দৃশ্য দেখেছি আমি
মানুষ আর তার সঙ্গীরা দাঁড়িয়ে ছিল সাদা পর্বতের মতো।
আহ, কি মারাত্মক সে দৃশ্য!

থরথর করে কেঁপে উঠেছিল হৃদয়ের করিডোর
আর আমি বাঁ দিক থেকে ডান দিকে— কিছুটা সরে যেতে যেতে

ঠিকঠাক মনে করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছিলাম।

১৬ অক্টোবর, ২০১৮

অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজঅর্ডার

বিরাট একটা রক্তক্ষরণ হয়।

মস্তিষ্কের ভেতর একটা প্রকাণ্ড সন্ধ্যা, অন্ধকারে
তার যৌবনকাল আসে। পাখিরা, দৃষ্টিভঙ্গির সামনে দিয়ে
উড়ে যায়। মনে হয়, চিন্তাশক্তি অনেক দূর সম্পর্কের আত্মীয়।

তখন, মস্ত রকম বিপজ্জনক লাগে।
চায়ের মতো গরম, কিন্তু পানীয় নয়, বিস্ফোরক তৈরি করি;
পান করি, পানির মতো করে।

তারপর, একটা দুইটা খুন হয়ত হয়।
তবে কোনো লাশ দেখি না, দেখি আমার সন্তান
মন খারাপ করে বসে আছে।

ভাবি, সবই তো স্বাভাবিক; খুন তো আমি করি নাই।
আমার সেই ক্ষমতাই নাই।
বিরাট একটা রক্তক্ষরণ হয় তখন আবার;
মনে হয়, দৃষ্টিশক্তি অনেক— স্বার্থপরতায় দ্যাখে।

অথচ, এই কয়দিন আগেও, কারো মন খারাপ দেখলেই
মনে হতো—

এর পেছনে কারণ আছে; রক্তক্ষরণ-সমান।

২৫ জানুয়ারি ২০১৯

দ্য বিটলস ব্রেকাপ সাইকোলজি

পরস্পরকে বোঝার জন্য কয়েকজন মানুষ দাঁড়ায়ে থাকল
পঞ্চাশ বছর যে যার মতো।
প্রাথমিক বৃষ্টিতে কয়েক বছর ধুয়ে গেলেও, স্মৃতির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী
কালের ক্যাটস এন্ড ডগস।
মানুষ ভেজার বদলে প্রচণ্ড শুকায়ে থাকে যে-কটা বছর,
সে-কটা বছর তো বৃষ্টি থামে না
মানুষ শুধু থামার মতো করে চুপচাপ দাঁড়ায়ে থাকল
পরস্পরকে বোঝার জন্য পঞ্চাশ বছর।

বাকি আর যে-কটা বছর মানুষের জন্য অবশিষ্ট থাকে,
ওসব আসলে থাকে না।
চোখের মতো গভীর গুহায় মানুষ খোঁজে শুধু যোগাযোগ।
নিজের সংস্পর্শ মানুষের কাছে একান্ত ব্যক্তিগত মনে হয়—
অথচ মানুষ একসময় কথা বলত একে অপরের সাথে।

এমনই চারজন মানুষ পরস্পরকে বোঝার জন্য দাঁড়ায়ে থাকল
দশটা বছর।
ডুবে গেল ইয়েলো সাবমেরিন— ডুবে গেল জলের অনেক ওপরে।
মানুষ শুধু জানতে চাইল বৃষ্টির খবর;
এর বেশি না।

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

সাতটা বেজে শূন্যতা

সন্ধ্যা সাতটায় এতকিছু ঘটে গেল চাঁদ।
তোমার সমস্ত পাথরের ওপর কয়েকজন মানুষ বসতে শিখে গেল—
এটুকু না জেনেই—
আমি জানালায় তাদের আশ্চর্যরকম ভয় পাই।

এই এতটুকুই তো আটকে গেছে মধ্যরাতের ব্যালকনিতে;
এতটুকুই তো প্রতিক্রিয়ার পুরনো অভ্যাস।
ওরা জানুক, তবে জানা দরকার এত কাছাকাছি ভয়াবহ লাগে
সাতটা ছায়ার আলো।
সন্ধ্যা সাতটায় এতটুকু ঘটে গেল।

সন্ধ্যা সাতটায় কতকিছু ঘটে গেল চাঁদ।
তোমার পুরনো দিনের তিনশো সিক্রেট কাছাকাছি কোথাও
ধরা পড়ে গেল এটুকু না জেনেই—
আমি অনেকটুকু দূরে সরে যেতে চাই।

প্রায় বারোটা মাস ধরে জানালায় চোখ রেখে,
কিছু আগেকার দিন বারেবারে ফিরে আসে।
আমি সর্বোচ্চ চেষ্টায় হয়ে যাই অপরিচিত
ফিরে যাই চোখের ত্রিসীমানায়।
সময় যেখানে পথিকের চোখ— ফেরার রাস্তাটায়।
এছাড়াও সূর্যের প্রথম আলোয় মানুষের কাঁধে হাত রেখে
শিউরে উঠেছি অসংখ্যবার,
পরিচিতের মতো স্বাভাবিকভাবে।
একবার ভেবেছিলাম—
ঘুম থেকে ওঠার মতো কোনো অভ্যাস নেই আমার;

পরের একশত রাত জেগে উঠি চিৎকারে।

সন্ধ্যা সাতটার সাথে এসব সম্পৃক্ত না,
শুধু প্রতিদিন এই সময়টায় আমি আশ্চর্যরকম ভয় পাই।

এসব ভয়াবহ সহজ কিছু কথা আমার জানা আছে।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

দৃশ্য থেকে দূরত্বে

রাত এগারোটা এক।
আমি আমার কাছাকাছি কোথাও— দৃশ্য থেকে দূরত্বে
কিংবা আরও দূরত্বে
নখের ভেতরে আমি কাদের দেখতে পাই?

রাত বারোটা চার।
আমি আমাকে লুকিয়ে ফেলি— আমার থেকে বহুদূর
কিংবা আরও দূর
আয়নাতে কারা তবু দেখতে পায়?

তেরোশো সালের পুরনো রাত্রি আমার সমানই— দারুণ একাকী
ভিজে ভিজে তাই বৃষ্টি নামাই শহর জুড়ে পনেরো মিনিট।
বাকি সব ক্ষণ এই কিছুক্ষণ জানবে না কিছু জেনে যাওয়া যায়
জানালায় যারা তারাও বরং কালকে আসুক প্রিয় দিনটায়।

ভোর পাঁচটা সাইত্রিশ।
আলোর সদ্য জন্ম নিকটে, তবু নিজস্ব গতিতে
কালোর চেয়ে একটু গাঢ় অন্ধকার—

আমার কাছে আসতে চায়।

২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮

বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট

আত্মহত্যার গাড়ি চেপে ঘুরে ঘুরে দেখি হত্যাকাণ্ডের মানচিত্র;
আর ভাবি এ সবই আমার পরিচিত, তোমরা ছাড়া।

আমি ছাড়া বাকি সবকটা ঈশ্বর আমার খুব প্রিয়।
তারা খুব মানুষের মতো, আমার শুধু শরীর জুড়ে ক্ষত।
হাতের মুঠো খোলা রেখেই— এই বিকেলে
জ্ঞান হারালাম চারশো বার; তবু সন্ধ্যা নামে নি একবারও।
এ সবই আমার পরিচিত, তোমরা ছাড়া।

সন্ধ্যা তো নামার কথা ছিল, যতবার আমি নামাব।
মসজিদের একটা আওয়াজ— রোজ শুক্রবার
আমার জানালা কাঁপিয়ে দিত;
তাতে আমার ঘুম গাঢ় হতো।
আমার অজান্তেও সন্ধ্যা নেমে যেত; সাতশো বার।

এখন, বরফ গলে গলে সুন্দর মানুষ তৈরী হয়, সাদা।
রোদের কাছে তারা খুব অসহায়
আমি তাদের কাছে হাত পেতেছি স্বাধীনতা,
এক পাতা ঘুমের ওষুধ ছিল এর প্রচলিত বিনিময়।

এসব জানতে পেরেছি পরে।
আমার সন্ধ্যা আকাশ কান পেতে শুনে নিয়েছিল সব
গোপনে বলেছিল একদিন; বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট।

এখন মসজিদ সব বন্ধ আমার, শুক্রবারও।
ঘুমের ভেতর চিৎ হয়ে শুই সারারাত কারো,
সজ্ঞানেও আর সন্ধ্যা নামে না— একটিবারও।

মনে পড়ে।
মনে পড়ে খুব।
আমার সন্ধ্যা আকাশ জেনে নিয়েছিল—
চারশো বার জ্ঞান হারিয়ে,
হাতের মুঠো খোলা রেখে জ্ঞান হারাব
আবারো কয়েকশো বার।

৭ জুন, ২০১৮

লাস্ট ট্রেইন

রেললাইন ধরে চুপচাপ হাঁটা হচ্ছে ইদানীং আমাদের।
সরু ঐ লাইনটির মতোই এইসব ইদানীংকাল, ঘরসংসার।
পিছলে পড়লাম সহস্রবার, তবে সরু লাইনটি থেকে
একটুও দূরে না।

কিন্তু, সমস্ত শহর জুড়ে ট্রেইন চলতে দেখেছি সেবার।
প্রত্যেকের জন্য একটা করে লাস্ট ট্রেইন।
বোধ হল—প্রত্যেকের স্যান্টা ক্লজ হয়ত মারা যাচ্ছেন,
নিজ-প্রেরিত প্রতিটা লাস্ট ট্রেইনে চাপা পড়ে।

আমরা ইদানীংকালের সেই সরু রেললাইন থেকে ছিটকে যেতে যেতে
খুঁজে পেলাম আমাদের লাস্ট ট্রেইন।
পুরো ভ্রমণে কিছুই দেখি নি কেউ,
শুধু— শেষ হুইসেলটা বাজার সময় দেখতে পাই—

আমাদের লাস্ট ট্রেইনের দু-পাশে দুটো পাখি উড়ে যায়—
কোনো কথা না বলে।

১৭ মে, ২০১৮

স্বপ্নপ্রবণ

এই যে, আমার নিকটবর্তী নারীর চিন্তা;
জেনে রাখুন, আমি কল্পনায়ও বিশেষ দক্ষ।

ফ্যান্টাসাইজড মেঘ আমি রাতের বেলায়ও আনতে পারি।
বৃষ্টি যদি দ্যাখেন; মিরর ইমেজ দেখতে পাব। আর;
চোখগুলো প্লিজ খোলা রাখবেন, স্বপ্নপ্রবণ দৃষ্টি যাবে।

বৃষ্টি যেদিন নামবে, নাম বলে দেই কাদের কথা ভাববেন?
বারান্দায় এসে দাঁড়ালে সেই সুযোগ হতেও পারে।
কবিতা পড়েন না, কবিতা হয়ে স্বশরীরে হেঁটে বেড়ান ঢাকা শহরে।
হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ করে
হাঁটা থামাবেন প্লিজ; নতুন কোনো ছন্দ দেওয়া যাবে।

ফ্যান্টাসাইজড দূরত্ব আমি কমায়ে রাখতে পারি
তাই দূরত্বে গেলেও কাছে আসবেন ঠিক। এই কথাটা মনে রাখবেন।

আজকে ঘুম থেকে উঠবেন, স্বপ্নদৃশ্যের এইসব উদ্ভট কথা
আপনার মনে থাকবে ঠিকই।

আপনি আমাকে খোঁজার আগেই
এই যে, আমার নিকটবর্তী নারীর চিন্তা;
জেনে রাখুন,

আপনি কল্পনায়ও বিশেষ দক্ষ।

২৫ ডিসেম্বর, ২০১৮

গ্রুপ ফটো

আমাদের গ্রুপ ফটোটার একটু পেছনে দৃষ্টি গেলেই জানা যাবে
আমরা সেই সময় হেসেছিলাম আর কখনো হাসব না বলে।
এতে আপত্তির কিছুই নাই।

কারো কোনো আপত্তি থাকলে সে যেন অবশ্যই এই গ্রুপ ফটো থেকে
নিজেকে বের করে নেয়— তার সারাজীবন হাসতে চাওয়া
একটা খুব বাজে প্রস্তাব।
এমন পরিস্থিতিতে কেউ টুঁ শব্দটা না করেই এমনভাবে হেসে উঠল
যেন তারা বেস্ট ফ্রেন্ডস ফরেভার।

আমাদের গ্রুপ ফটোটার একটু পেছনে দৃষ্টি গেলেই জানা যাবে
আমরা সেইসময় ছবিতে ছিলাম আর কখনো থাকব না বলে।

এতে আপত্তির কিছুই নাই।
কারো কোনো আপত্তি থাকলে সে যেন ডট ডট ডট ডট ডট।

এমন পরিস্থিতিতে
কেউ টুঁ শব্দটাও করে নাই।

২৬ অক্টোবর, ২০১৮

দুঃস্বপ্নের সাতশো মিনিট

আজ থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্বে
দু-জনে মিলে কাটাই দুঃস্বপ্নের সাতশো মিনিট।
দু-ফোঁটা বৃষ্টি খুব দ্রুত আছড়ে পড়ল মাটিতে
টেলিফোনটা বাজতে গিয়েও বাজে নি কোনো কারণে
তরতাজা সব সবুজের— হলুদ হবার শখ জাগল; রাতবিরাতে
আমাদের ঘুম ভাঙল না।

আমাদের ঘুমিয়ে রাখতে,
বৃষ্টি কোনো শব্দ করে না আর; আনুমানিক সাড়ে তিন মাস।
মেঘের ভেতরে লুকানো যায় ঘুমের ঘোরে,
বজ্রপাতকে বন্ধু ভেবে চোখের ভোরে।
চিৎকার খুব কাছের মানুষ আমাদের ঘুমে বারবার।
এই তো, প্রায় সাড়ে তিন মাস।

আজ থেকে প্রায় তিন ঘণ্টা পূর্বে দু-জনে মিলে কাটাই
দুঃস্বপ্নের সাতশো মিনিট।
দু-ফোঁটা বৃষ্টি আছড়ে পড়েছে সাতশো বার,
তবু কেন কানে শব্দ আসে না আর?

২ জুলাই, ২০১৮

পিনড্রপ সাইলেন্স

একদিন আমি যেতে যেতে পৃথিবীর 'পরে এনে দেব
পিনড্রপ সাইলেন্স।
দরজার ওপাশে ফেলে রেখে যাব প্রায় পনেরশো খেয়াল
যেখান থেকে তুমি বেছে নিতে পারো নিজের একটি আকাশ।
সেই আকাশে কান পাতলে স্পষ্টত শোনা যাবে—
কারো কোনো বাইশ বছরের কথা
তুমি সেগুলো শুনে আন্দাজ করতে পারো আমার একটা
ব্যক্তিগত পরিচয়।

তারপর অনেকদিন কেটে গেলে আমি
পৃথিবীর 'পরে এনে দেব একটা পিনড্রপ সাইলেন্স।
পরস্পরের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হব আমরা
তার আগ পর্যন্ত— কোনো কথা হবে না।

২৭ অক্টোবর, ২০১৮

চাক্ষুষ

আমি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।
রঙ চায়ে কড়া লিকারের স্রোত;
আর বৃষ্টিস্নাত ছাতার আমি প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।
"কটা বাজলে খেতে পাব রাত্রি?" অথবা
"জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু"— আমি এসবের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

আমার প্রিয় জেলখানা আমার থেকে বহুকাল দূরে সরে গেছে।
আমি সাড়ে তিনশো শেকলের ফাঁকে চোখ রেখে বলে দিতে পারব—
আমি এসবের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।
আমার মা আমার হৃদয়ে অন্ধকারের সমান,
কত সমকালে এসব বলে মানুষ ডেকেছি শুধু
কাছে ঘেঁষে গেছে চিৎকার শুনে, অসমান আর অর্ধেক সাহস কিছু।
আমি এসবের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

আমি চাক্ষুষ ছিলাম সেসব লক্ষ মিলিসেকেন্ড
রক্ত জমাট বেঁধেছে যখন কড়া দুপুরের রোদ।
তৃষ্ণা পেলে লুকিয়ে থেকেছি
আমারই বুকের ভেতর
অন্ধকার আর নগ্ন বিষাদ যেখানে আমার চোখ খুলে দিত, দেয়।
এড়াতে পারি নি দৃষ্টি— ভঙ্গিতে একশত মৃতদেহ।
দুঃখ বলে ডেকেছি শুধু; যতবার ইচ্ছা হয়।

আমাকে বোঝাতে আসত দূর দূর থেকে মুসাফির,
চাক্ষুষ বিধায় আমি অন্ধ; কখনো বা কাফির।
আমি মাথা নেড়ে সম্মতিতে রাত পার করেছি তত
বিশ্বাস আর অন্ধ চোখের ফারাকটুকু যত।

আমার প্রিয় জেলখানা আমার সমকালে এসেছিল একদিন—
সবকিছুর অতীতে
আমি সেই কবেকার সাড়ে তিনশো শেকলের ফাঁকে চোখ রেখে
দাঁড়িয়েছিলাম একেবারে নিশ্চুপ— নৈঃশব্দ্যে।
আমি বলতে পারি নি কিছুই; চোখের গভীরে যত জলকূপ
শুকিয়ে গেল একদিনে।

তারা বলতে ভুলে গেল রাত্রি! তারা এসবের প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

২৬ জুলাই, ২০১৮

যোগাযোগ

গলির মোড়ে দুটো চায়ের দোকানে যোগাযোগ আছে।
গরম পানিতে ফুটতে থাকে চার-পাঁচটা দৃশ্য, অদৃশ্য
যেখানে মানুষ ঘড়ির কাঁটায় হয়ে যায় একা,
সময়ের সর্বঘনিষ্ঠ শিষ্য।

এরকম একটা দৃশ্যে আমি বসে থাকি দৈনিক সাত-আট ঘণ্টা।
জোরে জোরে শ্বাস নিলে সময় কিছুটা বদলে—
বন্ধ হয়ে যায় ঘড়িটা।

তখন পাথর চিনতে ভুল হয় মানুষের – কিছু
আমার একান্ত সাদৃশ্যের কথা তো আমিই জানতাম শুধু।

এমন সময় আমি পাথর ভেঙে বেড়াই,
জুড়ে দেই পাখির চশমাহীন চোখে।
পরবর্তীতে বৃষ্টি নামে খুব। বৃষ্টি বিপন্ন। পাখিদের মতো।
আমি জানাতেই যেন ভিজে গেল শহর,
বৈদ্যুতিক তারে পাখির চোখজোড়া থমকে; আজও।

ফুলের দোকানে যাই তখন।
ফুলের তোড়া হাতে তুলে দিয়ে দোকানদার— বিস্মিত হয়ে দ্যাখে
একটা পাথর কিভাবে ভাঙে।
আমি বুঝিয়ে বলি কিছুটা, বাকিটা সে নিজেই বুঝে নিয়ে
চিনে ফ্যালে— একটি স্যাঁতস্যাঁতে পাথর।
ফিরে এসে; আমি ফুলের তোড়া হাতে,
গলির মোড়ের চায়ের দোকানে—

সব যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি।

২৭ জুন, ২০১৮

নৈঃশব্দ্যের ক্ষণ

একটা ঘুমন্ত মানুষের চোখের কাছাকাছি
আমি রাতের নাম ধরে ডাকি,
যদিও জানি নৈঃশব্দ্যে নিশীথ—
বয়সে আমার বড়।

তবে
এসবের তোয়াক্কা আমি করি না।
তাই যতই ডাকি নাম ধরে তা
নিজের অন্য নামেরই শব্দ— হয়ে
নিজের কাছেই প্রশ্ন করে
রাত কত নিস্তব্ধ?

অথচ
প্রশ্নের বিপরীতে উত্তর কত বেমানান।
প্রশ্ন শুধু প্রশ্ন হয়ে
ঘুমন্ত চোখের খুব নিকটে
গোটা রাত্রি শব্দ ছাড়াই
আমার চেয়ে বয়সে বড়
এই কথাটা বলতে পারে।

এটুকু আমার জানাই ছিল।
তবু আমি আর আমার প্রশ্ন—
রাতের উত্তর খুঁজে ফিরেছি,
কাটিয়েছি প্রায় চারশো মিনিট আরও।

উত্তর ছিল না কোথাও ভেবে ফিরতে ফিরতেই
দেখেছি একটা কোয়েশ্চেন মার্ক;

বয়সে আমার বড়।

১৫ নভেম্বর, ২০১৮

জীবাণুর মতো

পরজীবী হয়ে বাসার ভেতরে হাঁটি।
আয়নার দিকে তাকানোর আগে দশ-বারো বার ভাবি
আমার চেহারা মানুষের মতো কেন?

জীবাণুর মতো জীবনযাপন আমি করি,
মানুষ দেখতে বড় বড় লাগে খুব।
সবার তালে তাল মিলিয়ে
নিজেকে ব্যাঙের সাথে তুলনা করি আমি
আর ভাবি
সঠিক কাজটা করা হল বোধহয়, আমার।

অনাসৃষ্টির ভেতরও সুখের দৃষ্টি থাকে
আমি সেটা জানি। তবে টের পাইনা একদমই।
আমার ইচ্ছা করে, ছাদে বসে থেকে
একটা রাস্তায় দেখব আমার
প্রথম সড়ক দুর্ঘটনা।
আর ভাবব গাড়ির এই চাকাটি ছিল
আমার পরিবারের মতো।

অনেক বড় মাপের
চাকার মতো
আমার পরিবার।

আর আমি জীবাণুর মতো
ব্যাঙের মতো
মানুষ দেখি বড় দৃশ্যে মাঠের মতো অনেকটা,

যেখানে আমি আমার সাথে নিশ্চিন্তে
শুধুই আত্মহত্যা করি
আর ভাবি

সঠিক কাজটা করা হল বোধহয়, আমার।

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৮

এই তো, আর পাঁচ মিনিট

পালাবার এই সময়ে এখন
মনে হয় বসে থাকি— আরও কিছুক্ষণ;
পৃথিবীর ব্যর্থতম সূর্যের দেবতাকে
পোষ মানাই বিশুদ্ধ জোৎস্নায়। প্রার্থনা করি
তার নিকট, তার জন্যও।

কী দুঃসহ সব দিন! দুঃসহ শীতকাল!
মৃত্যুমুখী রোদ, আকাশের উৎসাহে
উষ্ণতার কথা বলে। সেই কথা
শোনার জন্য শুধু মুখর হয়ে থাকা যায়;
শোনা যায় না। কানের কাছে রক্ত আসে, বলে
আমি সেই বৃষ্টি যাতে তুমি ভিজতে চাও,
বিষাদগ্রস্ত মন।

অতঃপর মেঘের ভিতর যাই,
ভেজার জন্য নয়; তবু ভিজে যাওয়া হয়।
বসে থাকি, বসে থাকি আরও কিছুক্ষণ;
পালাবার এই সময়ে, এমনই মনে হয়— ইদানীং।

অথচ পালিয়ে বেড়ানোর জন্য
পুরো একটা সাহস পড়ে থাকে আমাদের সামনে।

তবুও
বসে থাকি, বসে থাকি, মন; এই তো, পাঁচ মিনিট!

০৮ জানুয়ারি, ২০১৯

পাথরের ভেতর, এইটুকু আকাশ...

ইতিমধ্যে শীতকালে একবার— সকল সত্য বলা হয়ে গেছে;
তবুও পাথরের ভেতর থাকায়, অনেকবার কথা বলতে হবে আমার।

সাদাকালো পাথরের ফাঁকে, এইটুকু আকাশ;
তাতে কত আর দৃশ্য আঁটে?
তবুও তো দেখছি, একশ'টা মৃত্যু, চোখ বড় করে আছে
পাথরের প্রতি, প্রতিবিম্বের প্রতি— সকল বার্তাসহই।

বিভীষিকা খুব জটিল শব্দ, তবু সকল দৃশ্য এমনই সহজ হয়।
সরলতম শব্দ খুঁজতে গেলে পেতে পারি— এই শীতকাল;
প্রচলিত অভিধানে।

এর বেশি আর সত্য নাই খুব বেশি, আপাতত।
তবে মানসিকভাবে আলোচনা যদি করি,
তাহলে পাথরের ভেতর আকাশ আনা যাবে,
বিস্তৃত।
সেখানে তবুও দৃশ্যের দলবদ্ধতাই, সর্বশক্তিমান।

তাই
ভেঙে যাও, ভেঙে যেতে চাও, পাথর! আমি আছি তোমার ভেতর,
মুক্তি এখানে আমার মতোই— রক্তমাংসের মানুষ।

১২ জানুয়ারি, ২০১৯

সাময়িক বিভ্রান্তি

আমার সাময়িক বিভ্রান্তিতে
এক গ্লাস পানি বাধা পায় গন্তব্যে।
হেঁটে যাওয়ায় ভুল হয় লাল-কালো পিঁপড়াদের,
এক বেলার আজান, মাইকে শোনা যায় না।

আমার সাময়িক বিভ্রান্তিতে
মগজে মুখ থুবড়ে থাকে কিশোরীর চোখ।
নীল নীল চুম্বনে কেঁপে ওঠে সমস্ত ভূলোক
জানান দেয় দাঁড়াবার জায়গা ঠিক কতটুকু।

আমি দাঁড়াব ভাবছি।
পায়ের তালুতে নিয়ে ক্ষত; হবো হাসপাতালের উদ্দেশ্য।
যত রাতই হোক, আমি তালা লাগাব না চোখে
ঠক ঠক আওয়াজ শুনে দরজা খুলে
দেখব দাঁড়াবার জায়গা খুব বেশি তিন ইঞ্চি।

তখন হু হু বাতাস, ঝড়ের কোনো গল্প বলে যাবে।
বন্যায় রূপ নিবে একেকদিনের বৃষ্টি,
শহরে অজস্র কৃষ্ণচূড়া চোখ রাঙাবে— হলুদ বিকেলে।

তবু কোনো এক ভোরবেলা
কৃষ্ণচূড়ার শুধু লালটুকু বুঝে নিয়ে
আমি আর এক কিশোরী ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে যাব ভাবছি।

৩০ জুন, ২০১৮

লক্ষ্যভেদ

লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল রাত বারোটায়।
সৈন্যরা কথা বলবে, চায়ের দোকান খুঁজে বেড়ায়
লক্ষ্যভেদ হওয়ার কথা ছিল রাত একটায়
মানুষেরা শান্তিপ্রিয় হয়ে যায় বাকি এক ঘণ্টায়।

হাসপাতাল বন্ধ হল ঠিক বারোটায়।
গলির মোড়ে মোড়ে, আহতেরা চিকিৎসক—
যদি নিহতেরও হার্টবিট বেড়ে যায়;
অবিলম্বে সস্তায়।

আমি ঘুমোতে গিয়েছিলাম প্রায় রাত দশটায়,
ঘুম ভেঙে যায় ঠিক পৌনে এগারোটায়।
রাস্তায় নামি, টাকার বাণ্ডিল পায়ে দিয়ে দামী জলের খোঁজে।

তিন পেগে নেশা হয় নি তেমন
পাঁচ পেগ পর্যন্ত শহর ঠান্ডা থাকে
ছয় পেগ অর্থ লাস্ট পেগও হতে পারে
হলও তাই।

রাস্তায় নামি আবার, টাকার বাণ্ডিল পায়ে দিয়ে।
প্রচণ্ড চিৎকার করে ওঠে শহর, বুঝি নি আমারই ভেতর
আর,
বাইরে প্রতিটা গুলি, টলতে টলতে এড়িয়ে যায়— শুধু আমারই
খুলি।

সব খুব ঠিকঠাক ছিল।

হঠাৎ, পড়ে থাকা পিষ্ট ফুলে—পা পিছলে
ছিঁড়ে গেল টাকার বাণ্ডিল।
জানতাম খালি পায়ে— নেশার মত্ততা ধরা পড়ে আমার হাঁটায়।
ঘড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম।

লক্ষ্যভেদ হয়েছিল ঠিক রাত বারোটায়।

১৭ জুন, ২০১৮

আপাতত অন্ধকার

আপাতত খুব ভালো লাগছে।
বৃষ্টির ফোঁটার সংখ্যাটা বলে দিতে পারছি;
কতগুলো খুন হলো না আজকে— জানতে চাইতেই
জেনে যাওয়া যাচ্ছে।

আপাতত বেশ ভালো লাগছে।
একটু অন্ধকার লাগছে; অন্ধ লাগছে তবে— তুলনামূলক কম।
চোখের নিচে দাগ বসে গেছে; হৃদয়ের চেয়ে আবছা।
কতবার এই দমকা হাওয়া— দাবায়ে রেখেছে সব চাওয়া পাওয়া;
হাতে গুনে বলে দেওয়া যাচ্ছে।

আপাতত সব বলে দিতে পারছি।
যা কখনো বলতে পারি নি চোখ;
সেগুলোও বেশ জেনে নেওয়া যাচ্ছে।
রাস্তায় থুতু ফেলতে লজ্জা পাচ্ছি না,
শৃঙ্খলারই ন্যাতানো দ্বারে; দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে।
আপাতত খুব ভালো লাগছে।

কিছু একটা হতে দিয়েছি মাত্র।
আপাতত আর ভালো লাগছে না; কারণবশত—
খুব অন্ধকার লাগছে;
খুব অন্ধ লাগছে।
চোখের বাঁধন খুলেছি তাই— তুলনামূলক বেশি।

৬ জুন, ২০১৮

আমার দুই শতাধিক দেয়াল

আমার ঘরে যেই দুই শতাধিক দেয়াল আছে,
চার পাঁচটা টিকটিকি নিশ্চিন্তে বাস করে সেখানে—
আমি তা ভাঙতে পারি না।
আমার ভাত হজম হতে বেশ সময় লাগে ইদানীং।
পাকস্থলীতে রক্তের গন্ধ, হোক তা লাশের;
তবুও তো স্বাভাবিক। বমি করে উল্টাতে পারি না।

আমি এখন অনেক কিছুই পারি না।
মাতাল দু-চোখ দেয়াল নড়িয়ে দেয়,
সেই সত্যের প্রতীক হয়ে রয় টিকটিকির আওয়াজ।
পাকস্থলী কেটে ফেলা যায় সংবিধানের নিয়মেই—
তবু আমি কিছু করে উঠতে পারি না।

রাষ্ট্র তো পারে এসব; মানুষ পারে— ক্রসফায়ারের বেগে।
আমার কিছু পারা হয় না।
আমার শুধু দুই শতাধিক দেয়াল, তাও আমি ভাঙতে পারি না।

শুধু শব্দ শুনেই ভেঙে যাই আর
ভাঙতে গিয়েই জেনে যাই—
আমি কেবলই মৃত, দেয়াল থেকে দেয়ালে।
আমি কেবলই দেয়াল— পাখিদের জন্মস্থানে।

৩ জুন, ২০১৮

জন্মদাগ

আমার জন্মদিনে যত শত ব্যথারও জন্ম।
আমার জন্ম হওয়ায়— ফুটতে পারে নি তিনটা গোলাপ।
একটা বাচ্চার মাথায় দেখা দিয়েছিল মস্ত টিউমার, আর;
একজন প্রেমিক সবচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল ঘুমের ওষুধকে।
একটা শালিকের ডানা ভেঙে যায় একদিন,
সেদিনও আমার জন্ম হয়েছিল— আমি নিশ্চিত।

আমার 'জন্মদিন'-এ আমার কোনো হাত ছিল না।
ছিল দুটি অতি সম্মানীয় যৌনাঙ্গ— যার ওজন পৃথিবীর চেয়ে
অল্পকিছু কম।
এতে পৃথিবীর ঘাম ছোটে রোজ,
হিসাবের খাতার চেয়ে অল্পকিছু দীর্ঘ— ম্লান।
আমার তো গোলাপ ফোটাবার সামর্থ্য নাই
আর জানা নাই নিজ জন্মস্থান।

তবে কোনো শেষ রাতে যখন কোনো বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালের
দিকে ছোটেন,
সেই হাসপাতালে তখন আমারই জন্ম হয়— আমি নিশ্চিত।

১ জুন, ২০১৮

ঘুমিয়ে পড়া যায়

ভোর হতে হতে যতগুলো আলো নিভে গেছে
ততগুলো টাওয়ার ধ্বসে ধ্বসে
সকাল হয়ে গেল নিমিষেই।

মৃত্যুর চেয়েও জনপ্রিয় এই সকাল ডাক দেয় অন্ধকারে
বলে— মসজিদের শব্দে কখনো ঘুম ভাঙে নাই কারো।
এসব শব্দ শুনে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

অ্যাম্বুলেন্সে বসেও একজন হত্যাকারী সেদিন ভাবতে পারে নি
হত্যাটা ঠিক কার হয়েছে।
অথচ মানুষ কত কি ভেবে ফ্যালে; ভাবনার বাইরে।

আঙুলে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলাম হঠাৎ;
নখের ভেতর ময়লা জমেছে ক্যালেন্ডারের মতো।
প্রতিটা তারিখ পার হয়, কতশত শব্দ হয়, মানুষ যায় চিরনিদ্রায়।
আমিও ঘুমিয়ে পড়ি সকালে— রাতে— কিংবা কারো জানাজায়।

আমি তো জানিই— এসব শব্দ শুনে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

২৮ মে, ২০১৮

স্লিপওয়াকিং

রাত দুটোর সময় আমি হাঁটতে থাকি।
সময়কে পেছনে নিতে নিতে দুই পা সামনে এগিয়ে যাই;
তেমন কোনো তাড়া থাকে না।
বসে পড়ি নীল রঙে, রাত যখন তিনটা কি আড়াই।

রাত চারটা নাগাদ আমি আবার উঠে দাঁড়াই।
চাঁদের চোখের মতো অপলক দুটি চরণ, তিনশো মাইল একাকী;
বসে পড়ে ক্লান্তিতে, পাঁচ মিনিটের ম্যারাথন যা— তাই।
তেমন কোনো তাড়া থাকে না।

ভোর ছ-টার দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায়।
আমি প্রচণ্ড জোরে দৌড়াতে থাকি আমার একশত নিঃশ্বাস,
এদিকে আমার মুগ্ধ স্মৃতির আশ্বাস, ভেঙেচুরে— কোথাকার সব
মাংসপিণ্ডরা চোখের ভেতর ঢুকে দু-কাপ চা খেয়ে ফ্যালে;
সকল বৃষ্টি জোরসে শুরু হয়।

আমি ছুটতে ছুটতে সকাল নামাই তিন চারবার,
আমার কোনো তাড়া থাকে না।
শরীর ভেজা জল মনের ভেতর হু হু বাতাসের সাথে ঢুকে যায়
তাদেরও কোনো তাড়া থাকে না।

কোথাকার সেসব মাংসপিণ্ডরা;
ওদের তাড়া থাকে।
কোথায় বসে আরও দু-কাপ চা খাওয়া যায়— তা ওদের ভাবায়।

সেই ভাবনার বশে, আমার মাথা খসখসে
রাত দুটোর সময় আমি হাঁটতে থাকি আবার;

আমার হরিফিক ছাদে আমার কোনো তাড়া থাকে না।

১০ আগস্ট, ২০১৮

সিজোফ্রেনিয়া

মৃতদের সাথে মাসখানেক হাঁটতে হাঁটতে দেখলাম;
হঠাৎ মা মারা গেলেন।
ঠিক পাঁচ মিনিট পর বুঝতে পারলাম— তিনি মারা গেছেন
খুব ঠাণ্ডা মাথায়।

তার মৃত্যু আমাকে সরাসরি ছুঁয়ে গেছে সেদিন।
আমি চোখ বন্ধ করে বলে দিতে পারি
ছাদে পড়ে ছিল ছড়ানো অতীত।
এদিকে, নিশুতি ভীষণ একলা আমার হৃদয়ে
কেঁপে কেঁপে ওঠে ততক্ষণে— মাথার ওপর জলজ্যান্ত চাঁদ।
আমায় ঘুমোতে হল।

আমার ঘুমের এপারে ও ওপারে স্বাভাবিক চাঞ্চল্য বজায় থাকে
পাশের বাসায় যখন বিষ আর মানুষ আলাদা চোখে দেখা হয়
তখন কেবল ঘুম ভাঙলো আমার।
দেখতে পেলাম মা দাঁড়িয়ে আছেন। তার বুক খালি হয়ে গেছে কিনা
বুঝতে পারলাম না।
এসব বোঝার উপায় তো একটাই। ভালোবাসা থেকে রাগ সমেত
ভয় সরে দাঁড়াবে না ঠিক করল, তাই ঘৃণার চোখেই চোখ রাখলাম।
তাতে কার মুক্তি মিলবে মানবী?

তুমি নিশ্চয়ই এসবের উত্তর জানতে না।
তাই তো হৃদয়ে সামান্য বুক রেখেছিলে আমার
আর পাথর রেখেছিল তোমার বুকে মাথা।

যতটুকু জানতে তুমি ততটুকু তো পাথরও জানত নিশ্চিত।

জানত না শুধু মৃত নদীজল আর অন্ধকারের জনমানব।
তাতে স্বাভাবিক কিছু প্রশ্ন থেকে গেলেও—
তেমন কোনো ক্ষতি নেই।

তেমন কোনো ক্ষতি কিন্তু হয় নি মানবী।
তুমি নাস্তা খাওয়ার মতো হোঁচট খাওয়া শিখে গেলে
আমি মায়ের সাথে হেঁটে বেড়ালাম মাসখানেক
চোখের গভীরে শুধু মৃত মৃত কিছু মুখ এসে বসে
আরামসে কাটিয়ে ফেলল প্রায় একটা বছর।

মানুষ তো নিশ্চয় ছিল কাছাকাছি— কোথাও দ্যাখে নি কিছু?

১৩ অক্টোবর, ২০১৮

খুন বিষয়ক

নিজেকে খুনি ভাবার বেশ কয়েকটা কারণ
হাতে নিয়ে বসে আছি।
মাথার ভেতর, অপরাধ থেকে বোধ-এর শেষ অব্দি—
প্রশস্ত রাস্তা।
পেছনে ফাঁপা অংশ, ঘন কুয়াশার।

এদিকে, ভোর হতে চললো, শহরের মুখের উপর।
অথচ এই, পাঁচ মিনিট আগেও, অন্ধকার দেখে
ভেবেছি সকাল হয়ে গেছে— নাস্তা খেতে যাব।—

সকল অন্ধকারই, ইদানীং বিভ্রান্ত করে।
মনে হয়, আয়না কেবল কালো দৃশ্যেই সবচেয়ে সফল;
যখন, জাহাজের কোনো ডুবে যাওয়ার মতো
নাবিকের নাক-মুখ, নিজের মনে হয়; প্রথম দেখাতেই।

অতঃপর মস্তিষ্কে,
বিকৃতি নয়— মস্ত আগুন হওয়ার ঘটনা ঘটে।
পানির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করি, তবে সকল পানিই তখন
বাষ্প হতে চায়।

তাই, ভুলবশত খুন করে ফেলি যাবতীয় যত মেঘ।
ভাবি, খুনি হয়ে তবু বেঁচে থাকা যায়

যদি বৃষ্টি নামার আগেই— মৃত্যুমুখী হই।

১৩ জানুয়ারি, ২০১৯

জন্ম সার্টিফিকেট

প্রচণ্ড ঘুমের সময় চলছে।
ঘুম ঘুম চোখে মেঘদূতের আকাশ অভিযান;
ঘুম ভাঙায় না দেবতাদের।

এদিকে, চোখের কোটরে মৃত্যু নিয়ে—বসে থাকে পাখি,
উড়ে যায় না।
উড়ে যায় না চোখের বাষ্প এক ফোঁটাও—
আকাশের কাছাকাছি।

শুধু— প্রশাসনের প্রবল জ্বরের— সুস্থ সবল উন্নয়নে,
সুশীল সভ্য জামার ভাঁজের— ভ্যাপসা নীতির পচনে; পয়দা হয়—

রক্ত রঙের একেকটা জন্ম সার্টিফিকেট।

২৬ এপ্রিল, ২০১৮

সেইসব দুপুরের খোঁজে

৩৯-এর মতো নুইয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়েছি সবে তখন।
সেইসব দুপুরে, যেইসব দুপুর আমার কাছে ৪০-এর মতো শক্ত।

এইসব দুপুর, আমার খুব কাছের।
খুব কাছ থেকে আমার অশ্রু গিলতে গিলতে বমি করা
কড়া-রোদের চুম্বনগুলো
আমার একমাত্র পরিচিত মৃত্যুসংবাদ হয়ে আসত তখন।
এইসব দুপুর, আমার নিকটাত্মীয়।

এইসব দুপুরের জন্ম হয় ম্যানচেস্টার কিংবা মিরপুর;
সড়ক দুর্ঘটনার মতো আকস্মিক।
আমার খুব কাছ থেকে দেখা সেইসব মর্মান্তিক দৃশ্য।
যেদিন প্রথম রাত্রি হারিয়ে গেছে চোখ থেকে
সেদিনের মতো পবিত্র কোনো দুপুর
আমার চোখে ফিরে আসে নি আর।

আমি খুঁজতে বের হচ্ছি।

মনে আছে?
তোমাকে কিংবা আত্মঘাতী কোনো সাবমেরিন—
খুঁজতে গেছি হাজারো সামুদ্রিক মাছ পাশ কাটিয়ে।
পিরামিডের মেরুদণ্ডে বয়ে যাওয়া সংশয়—
আমি খুঁজে পেয়েছিলাম পারিবারিক প্রত্যেকটা রাতে।

খুঁজতে খুঁজতে আমি ডুবেছি বহু— জাহাজের মতো তীব্রতায়।
মাদ্রিদের কয়েকশো মানুষও হয় অবিকল—
সক্রেটিসের মতো নিরুপায়।

পৃথিবী চেনার উপায় জেনেছি কতবার— বাইবেলের মতো
এক দুপুর অবহেলায়।

তবু ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেতে হয় আমাদের;
বাংলাদেশ কিংবা বার্সেলোনায়।
খুঁজতে খুঁজতে চিনে ফেলতে হয় ফেরার রাস্তাটা।

থুবড়ে রয়েছি কত মেক্সিকোর মাটিতে;
তবু— কবেকার সব নষ্ট স্মৃতির অনুরোধে
আমি বের হচ্ছি আবার; — সেই ফেরার রাস্তাটায়।

সেইসব দুপুরের খোঁজে ফের, যত্রতত্র।
৩৯-এর মতো নুইয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছি যেখানে ৪০-এর মতো—
সবেমাত্র।

৭ এপ্রিল, ২০১৮

দরজাজনক

পাশের ঘরে ইদানীং
একটা দরজাজনক শব্দ হয়।
আমি ঘুমাতে যাই;
আমার ঘুমের বাম পাশে বসে থাকে একটা দুইটা খোলা চোখ
আর চিন্তায় জানালা।
সেই জানালায় টোকা দিলে শব্দ হয়,
বাতাসে বাড়িও খায় বিকট চিৎকারে;
তবু নিয়মমাফিক ঝড় নামক কিছু স্মৃতি ভেতরে আসার পূর্বমুহূর্তে
ইদানীং
আমার ঘরেও
একটা দরজাজনক শব্দ হয়।
আমি শুধু মন দেই জানালায়।
ভাবি— শব্দ হতে পারে সর্বোচ্চ কয় প্রকার।

১৭ নভেম্বর, ২০১৮

ইতি, বাংলাদেশ

আমার ভালো নাম রাষ্ট্র;
ডাকনাম বাংলাদেশ।
আমার মায়ের নাম ক্ষমতা,
বাপের নাম দুর্নীতি
ছেলের নাম সেনাবাহিনী
মেয়ের নাম শুধু শরীর।
কাজের ছেলেটার নাম মানুষ।

আমার শিক্ষা ব্যবস্থা খুবই প্রখর,
আমার ব্যক্তিগত শিক্ষার নাম গোবর।
আমার কাজের ছেলেটাকে আদর করে ডাকি মৃত্যু।
ও বারবার মরে— একেকবার একেকভাবে;
যেভাবে ছয়বার ষড়ঋতু...
চলে যায় একেকটা বছর।

আমি পেশায় হত্যাকারী
শুশ্রূষার নাম দেই একাধিক শূন্য
মানবতার নাম দেই মিথ্যাবাদী।

ও হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর নাম ধর্ষণ।
আমার প্রথম প্রেম যুদ্ধ।
আমার পরিবার খুব গোছানো।
কাজের ছেলেটার নাম মানুষ, বলেছি বোধহয়।
ওরই যত্রতত্র এলেমেলো থাকা, যেখানে সেখানে মরে পড়ে থাকা
আর শুধু শুধু চোখ তুলে তাকানো।

আমার কাজের মেয়েটা হারিয়ে গেছে, ওর নাম ছিল প্রেম।
ওকে নিয়ে আমার স্ত্রী সন্দেহ করত, তাই ওকে তাড়িয়ে দিয়ে
স্ত্রীকে ভালোবেসেছি বেশ।

আমার নাম রাষ্ট্র, আমিই বাংলাদেশ।
আমার নাম রক্তাক্ত, আমিই বাংলাদেশ।

৩১মার্চ, ২০১৮

চশমা

যীশু খ্রিষ্টের মৃত্যু চশমা দিয়ে দেখেছে মানুষ।
পড়ে থাকা লাশ অথবা কড়া দুপুরের রোদ,
বারবার আড়াল করেছে সানগ্লাস।

চোখদুটো বড়োজোর সাত ফিট উপরের টাওয়ারে আটকানো,
সরকারি সমুদ্রতলে ডুবে যায় সাবমেরিনও।

সেই টাওয়ারের মতো অবিকল,
মানুষের মতো অবিকল।

২১ মার্চ, ২০১৮

রাষ্ট্র দ্যাখে

দরজাটা সামান্য ফাঁক করে ঘুমোলে
রাষ্ট্রের চোখ জাগে।
যেন বন্দুক খেয়ে আসছে নদীর মতো;
জলকূপ।

দরজা আরেকটু খুলে দিলে
রাষ্ট্রের চোখ ডাকে।
স্থির তাকালে হত্যার মতো পরিচিত;
নিশ্চুপ।

দরজা পুরোটা লাগানো থাকলে
নিজেকে দেখা যাবে।
রাষ্ট্রের মস্তিস্কে বেড়ে ওঠা— অবিকল রাষ্ট্রের মতো;
খুন।

দরজা পুরোটা খুলে দিলে, বাঁচা যায় না, ফাল্গুন!

১৮ মার্চ, ২০১৮

সৃষ্টিস্বর

যেদিন ঈশ্বর জানবে সে কে,
সৃষ্টি হবে মহাকালের চৌরাস্তা
আর সে বসে বসে খাবে পান্তা!
পান্তায় লুকানো মরিচ খাবে সে, হবে চূর্ণ-বিচূর্ণ
জানবে সে— স্রষ্টা নয়, সৃষ্টিই গুরুত্বপূর্ণ।

৩ মে, ২০১৭

ই(মাইনর)স্বর

যার ঈশ্বর নেই তার মতো দরিদ্র হতে হতে
রাতের শহরে বৃষ্টি নামতে দেখেছিলাম।
যে ঈশ্বর খুঁজতে গিয়ে দরিদ্র হয়েছিল তাকে
একটা ঈশ্বর উপহার দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলাম।

প্রচণ্ড বজ্রপাতে হেঁটে যাওয়া একাকী তরুণী
পথের ধারে স্রষ্টাকে দেখতে গিয়ে
পা পিছলে পড়ে গিয়েছিল ডাস্টবিনে
উঠে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে কি যেন ভাবল কতকাল তারপরে
সেটুকু আর জানা যায় নি।

যার জীবন নেই তার মতো সুখী হতে হতে
মনে পড়বে কি সেই সময়গুলো?
রাত গভীর হলে যখন ঈশ্বর নেমে আসত—
একটু মাতাল, একটু প্রেমিক!

প্রচণ্ড নিঃসঙ্গ রাতে খাঁচার ভেতরের প্রেম
বাঁচিয়ে রেখেছিল প্রতিটি নিঃশ্বাসের নিঃসঙ্গতা
যেই নিঃশ্বাসের ধর্ম ছিল না, জাত ছিল না
ছিল অস্তিত্ব অথবা একাকিত্ব
ঠিক ঈশ্বরের মতো!

যার ঈশ্বর নেই তার মতো দরিদ্র হতে হতে বুঝতে পারলাম—
ঈশ্বরের কোনো ঈশ্বর নেই! ঠিক আমার মতো।

১৭ মে, ২০১৭

যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব

যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব;
গোলাপের মতো পড়ে থাকা শূন্যতায়
টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে সব।

সততার মোড়ক, হৃদয়ে সংকোচ, অথবা প্রেম—
যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব।

যৌনতা এসে তবে আর;
দেখতে পাবে না কোনো লিখে রাখা পথ।
জানবে না শেষে কোনদিকে যাওয়া যায়
প্রেমের মতো ছুটতে ছুটতে থুবড়ে পড়বে রাত্রি;
যেন অনেকটা একা হয়ে যাওয়া, হায়।

যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব;
পাখির মতো উড়তে থাকাকে আঘাত করবে বারবার
যৌনতা এসে নিয়ে যাবে সব;
প্রেমের মতো চোখ করে চেয়ে থাকবে রাত্রি
যেদিক থেকে ডাক আসবে সেদিকেই যেতে হবে জেনে;
সেদিকেই চলে যেতে যেতে—
বিশ্বাস চিনে নিবে আঁধার,
সম্পর্ক জানবে না সময়।

অতঃপর
এইসব স্বাভাবিক সন্দেহের পর, জানা যাবে—
মানুষ আর যৌনতা দাঁড়ানো পাশাপাশি;
রক্তাক্ত করছে একে অপরকে—
বেড়ে ওঠার নিয়মে।

অথচ এই সমস্ত সময়ে, নিঃস্ব হবার আগেও
আমরা ভাবব— মৃত্যু শুধুই
বাঁচার বিপরীত।

৮ মার্চ, ২০১৮

গাঁজার ডিলার ছিলাম

একসময় গাঁজার ডিলার ছিলাম।
প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় বৈঠক বসত তখন।
সূর্য ডুবলেই সন্ধ্যা নামত না,
রাত্রি হতো চিন্তা ভাবনা করে।

সেইসময় গাঁজার ডিলার ছিলাম।
বুকপকেটে থাকত গুলির আওয়াজ,
বন্দুকে চড়ে ভ্রমণ হতো তীর্থস্থানে পরে;
সন্ধ্যা নামত না রাত্রি নামার আগে।

সেইসময়, বৃষ্টি হতো ভীষণ রোদে
সকাল হতো প্রতি মিনিটে
একদম উলটো হয়ে ঝুলে থাকত শহর
লিখতে লিখতে থেমে যেত রাত।
সেইসময়— গাঁজার ডিলার ছিলাম।

প্রকাশ্যে সমুদ্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত তখন
আকাশ ভাঙত চুরমার
আকাশে বসে আকাশ দেখেছি কত তবু জানি নি
আকাশের শেষ কথা কি ছিল।

সেইসময় গাঁজার ডিলার ছিলাম
যেইসময় সবাই, নিজের জন্য আকাশ বানাত
নিজেকে জেনে নিতে।

২ মার্চ, ২০১৮

এইভাবে অনেকদিন যাওয়ার পরে

অনেক দিন হল আমি কোনো রাস্তাঘাট মনে করতে পারছি না। প্রায় সারাদিনই নিজের কাছে থাকি, নিজের দিকে তাকাই না। অদ্ভুত কিছু ভাবনার জন্য আমি এমন করি। সূর্য দেখলে আমার এমন অদ্ভুত ভাবনা হয়। আমার মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাচ্ছি। মনে হয় আমার তো আসলে কোনো রাস্তাঘাট নাই-ই, থাকবেও না। ভাবনার কী আছে?

এদিকে আমার ডাক্তারের নিষেধাজ্ঞা— রাস্তাঘাট মনে পড়ার আগ পর্যন্ত পথিক হওয়া যাবে না। তাকে বললাম— মনে পড়ার পরই আমি পথিক হবো, আপনি চিন্তা করবেন না। আপনি ভালো মানুষ। মনে করাটা আমার জন্য খুবই দরকার। আমি পাগল হয়ে যাওয়ার পরে আমার অতীতের রাস্তাগুলায় পাগলের মতো শুয়ে থাকব। মাথার উপরে হবে সূর্যোদয়।

সেই সূর্য দেখে অদ্ভুত সব ভাবনা হবে আমার, আমি হাসি চেপে রাখব না। চাকুরিজীবিদের হাসি চেপে রাখতে হয়, আমি চাকুরি-জীবী না। এই কথাটা আমি চিল্লায়ে বলব রাস্তাকে। গায়ে লাগবে, মানুষের। দুইজন ভদ্রলোক দুই মিনিটের জন্য তাদের সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবা থামায়ে আমাকে থাপ্পড় দিয়ে যাবে। আমি হাসি চেপে রাখব না।

আমার ডাক্তারকে তখন আমি খুব খুঁজব। দেখব তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। আমার রাস্তাঘাট মনে পড়েছে, এইটা তাকে বলতে খুব ইচ্ছা করবে আমার। কিন্তু আমি তাকে বলতে পারব না, তার কাছে যাওয়ার রাস্তাটা আমি ভুলেই যাব।

এইভাবে অনেকদিন যাওয়ার পরে একদিন আমি দেখব আমি আসলে কোনো রাস্তাঘাট মনে করতে পারছি না। আমার মনে হবে আমার ডাক্তার— উনি খুব ভালো মানুষ। মনে হবে আমার অতীতের রাস্তাগুলা মনে করা খুব দরকার। ইচ্ছা হবে সেই রাস্তা-গুলায় পাগলের মতো শুয়ে থাকতে, যেইখানে আমি নিজেকে হুকুম দেওয়ার আগে নিজেরই গোলাম হয়ে যাব। তারপর আমি সূর্যের দিকে তাকায়ে থাকব। অদ্ভুত সব ভাবনা হবে আমার। আমার মনে হবে আমার কোনো রাস্তাঘাটই নাই।— থাকবেও না।

মনে হবে আমি আসলে ধীরে ধীরে— পাগল হয়ে যাচ্ছি।

১৬ ডিসেম্বর, ২০১৮

মৃত্যু বিষয়ক ওয়েদার

জানালায় কিছু চিহ্ন এসে বসে।
আমি সেদিকে সন্দেহজনক দৃষ্টি ছুঁড়ে দেই
তারপর ভাত খেতে বসি দ্রুত;
স্থিতিশীল ওয়েদার।

অপেক্ষা করি আরেকটা কোনো মৃত্যুসংবাদের—
যার চিহ্নে ছুঁড়ে দেব ফের সন্দেহজনক একটা দৃষ্টি। দেখব,
জানালায় কোনো পাখি থাকে না; থাকে
যাবতীয়
যত
বৃষ্টি।

১৮ নভেম্বর, ২০১৮

পরিচয়

মাঝরাত্রে একটা মৃত্যুসংবাদ এল।
ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে ভেজা, অনেকটা পথ হেটে ক্লান্ত হওয়া—
একটা মৃত্যুসংবাদ।

মুখ থুবড়ে পড়া ক্ষতবিক্ষত মৃত্যুসংবাদটি—
চোখ তুলে তাকাচ্ছিল কেবল!
যেন তাকে চেনা হয় নি আমার, মুক্ত হয় নি বাতাসের স্নিগ্ধতা—
এই মাঝরাত্রে!

চোখে মুখে রক্তের ছাপ নিয়ে বাতাসের কাছে গিয়ে বসলাম
মৃত্যু সংবাদটির পরিচয় জানাবে সে আমায়
মুক্তি দেবে এই মধ্যরাতকে।
আকাশের দেবতারা কিঞ্চিৎ হাসল— যেন কোনো
কর্পোরেট আত্মা জোৎস্না দেখার চাকরি চাইছে।

চমকে উঠলাম!
পিছে ফিরে দেখি মৃত্যু সংবাদটি নেই
হয় এই মধ্যরাত তাকে গ্রাস করেছে কিংবা
কোনো হাসিমুখ তাকে গিলে ফেলেছে!

দীর্ঘশ্বাসটা ছেড়ে ফিরে এলাম নিজ ছায়ায়
নিজেকে চেনা হলো না মৃত্যুর পরও।

৮ মার্চ, ২০১৭

সুইসাইড নোট

আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়।
মুক্ত আকাশে সুখী পাখিদের বন্দিত্ব,
সমুদ্রের মতো রহস্যময়ী কোনো প্রেমিকার বিশ্বাস,
জীবন্ত ধ্বংসস্তূপে বেঁচে থাকা একদল কঙ্কালের অট্টহাসি,
জ্বরের ঘোরে অঙ্কের সূত্র আওড়ানো কোনো কিশোরের ভয়;
আমার আত্মহত্যার জন্য কেউই দায়ী নয়।
আমার আত্মহত্যায় কোনো নাম লেখা নাই।

এই সমাজ, রাষ্ট্র, তাদের পোষা কুকুর-কবি-গায়ক-খুনী
ধর্মের সিল মারা চকচকে চাপাতি
মহাবিশ্বের শূন্যতা কিংবা মানুষের চোখের মৃত্যু
অথবা কোনো শিল্পী মনে শিল্পের চাহিদা;
আমার আত্মহত্যার জন্য কেউই দায়ী নয়।

রাতের অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া
কোনো নিঃসঙ্গ নারীর চোখ
একাকী বেড়ে ওঠা কোনো শিশুর আদরের আকুতি
মৃত শিশুর রক্তে গোসল করা কোনো রাষ্ট্রীয় নেকড়ে
আমার আত্মহত্যার জন্য তারা দায়ী নয়।

আমার আত্মহত্যার জন্য আমিও দায়ী নই।
প্রকৃতির সৌন্দর্য, প্রেমিকার দুপুর ঘুম, মহীনের ঘোড়াগুলি
কিংবা মনোসরণি,
অথবা ভালোবাসার সমস্ত সময়;
ওরা সব জানে! ওরা জানে—
আমার জন্মের জন্য আমি দায়ী নই।

১৮ এপ্রিল, ২০১৭

তরল স্বভাবের কিছু লোনলিনেস

এই যে,
এখন যেই রাতটায় প্রচণ্ড তরল স্বভাবের কিছু লোনলিনেস
অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে চলেছে অনবরত—
আর
তুমি ভাবছ এইটাতে তো হাসির কিছুই নাই;
এই রাতটাতেই কিছু থমথমে পরিবেশ দেখা দিতে পারে।

আবার
কালকে যেই রাতটায় অত্যন্ত তরল স্বভাবের কিছু লোনলিনেস
অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করে চলবে অবিরত—
আর
মানুষ ভাববে এইটা তো অনেক ফানি;
সেই রাতেও কিছু থমথমে পরিবেশ দেখা দিতে পারে নিশ্চিত।

তবে, বিচলিত হওয়ার কোনো কারণ নাই।
এইসব থমথমে ব্যাপারস্যাপার আসলে তেমন কিছু না— বরং
বুকের ভেতর শোয়া কোনো ঘুমকাতুরে লাশ;

যার সাথে ঘুমাতে যাওয়া যায়।

২৪ অক্টোবর, ২০১৮

সাত নম্বর এভিনিউ

এখন যেখানে আছি, এই যে কবুতরের মতো
সাদা একটা অঞ্চল
এইটা বেহেশতের সাত নম্বর এভিনিউ।
সাদা অবস্থায় এখানে— দৃশ্য বিরাজমান।

একটু অন্ধকার, এখানে প্রচণ্ড ধাক্কার মতো দেখায়।
বাতি নেভানোর জন্য
অবিকল সত্যের মতো কথা— এখানে বলবেন না প্লিজ।
আলোচনা করবেন; নিজের সাথে বেশি।

হাঁটবেন, ঘুরে বেড়াবেন, জীবনযাপন করবেন—
একমাত্র সাদা উপায়ের মতো।
দেখবেন রাজনীতি, পিরীতি, কাব্যগীতি সবই দৃশ্যত সাদা,
এর বাইরে না যাওয়াই এখানে প্রকৃত সমাধান।

তারপর গোয়েন্দার মতো যেকোনো একদিন
আপনি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠবেন।
দেখবেন এখন যেখানে আছেন,
এই যে কবুতরের মতো সাদা একটা অঞ্চল
এইটা বেহেশতের সাত নম্বর এভিনিউ। সাদা অবস্থায় এখানে—
সমস্ত দৃশ্য বিরাজমান। এসব দেখে আপনি ভাববেন,
এইটা খুবই সন্দেহজনক একটা জায়গা।

সেই সন্দেহ নিয়েই আপনি বাঁচবেন। পৃথিবীর শেষ দৃশ্যে এসে
একদিন আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন। রোদের মতো
আশংকা গিলতে গিলতে তখন আপনি শুধু শুনবেন।

আলোর এইসব স্বাভাবিক সাবধানতা আপনাকে বলে দেবে—
এতদিন এখানে

মূলত অন্ধকারের কথা হয়েছে।

২৩ ডিসেম্বর, ২০১৮

মৃত মনে হয়

ক্রমে শান্ত হয়ে আসে; হাওয়া।
দেয়ালের অধীনস্থ কামরায়, পাকস্থলীর মতো শারীরিক দৃশ্যও—
ক্রমে শান্ত হয়ে আসে; প্রাণীর।

ক্ষয় হয়; সকল নিঃশ্বাসের প্রকৃত ক্ষয় হয়।
মনে হয় পরিস্থিতির চেয়ে পাখিরা সহজ; স্বাভাবিক
হয়ে সমস্ত সমাধান সহিত দৃশ্যের সঠিক দূরত্ব অতিক্রম করে যায়।
দুশ্চিন্তা করার বিশেষ কোনো সুবিধা থাকে না।

পরক্ষণে, ক্ষীণ হয়ে আসে সম্ভাবনা; মনে হয়
জলের সংস্পর্শ পেতে— তরল হওয়াটা জরুরী।
তাও পুনরায়, কোনো পাখির শব্দ পাই
স্মিত হয়ে আসা— তবুও এই প্রকার আওয়াজ;
ইঙ্গিতের কোনো ধার ধারে না।
বোধ হয়— সৃষ্টির বহু পূর্বে, সম্ভাবনাই ছিল সকল সমাধানের
প্রাথমিক শরীর।

এরপর যাবতীয় কথাকে ব্যর্থতার সমান মনে হয়।
তবু চিন্তারা কিসব কথার মতো শব্দ বলে যায়— মাথার ভেতর তখন
বৃষ্টি হওয়াই নিয়ম।
হাওয়াকে রাস্তা ভেবে আশংকারা পুনরায় আসে সংবাদের মতো
গুরুতর হয়ে।— আমাকে মৃত মনে হয়।

তেলাপোকার মতো স্বাভাবিক মৃত্যু আমার হয়।
মৃত মনে হয় শীতকাল ও বাড়ি-ঘর সহ
যাবতীয় গুরুজনকে। শুধু কক্ষে শায়িত কালো বিড়ালটাকে জীবিত

মনে হয় আমার। জীবিত তবে জীবন্ত নয়। শান্ত, শিষ্ট
এবং অর্ধমৃত।

এরপর আর কোনো দৃশ্য ভাবি না; মাথার ভেতর তখন
বৃষ্টি হওয়াই নিয়ম। অনবরত বৃষ্টি হওয়ার পর—
ক্রমে শান্ত হয়ে আসে; হাওয়া।
দেয়ালের অধীনস্থ কামরায়, পাকস্থলীর মতো শারীরিক দৃশ্যও—
ক্রমে শান্ত হয়ে আসে; প্রাণীর।

একটু কিঞ্চিৎ জ্ঞান ফিরলে বোধ হয়—
দৃশ্য মানে কেবলই পুনরাবৃত্ত অতীত; পুনরায়।

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ — ০১ জানুয়ারি, ২০১৯

তবুও অসুখ আসে

প্রাণীরা আসে; ঘরের ভেতর শব্দ করে যায়। সারাক্ষণ।
মনে হয়, শতাব্দী পেরিয়ে শোনা যায় এইসব শব্দ! সমস্ত খ্রিস্টাব্দ।
প্রতিটা পদচিহ্ন কি নিষ্পাপ সব প্রভাব ফ্যালে জলের মতো। ঘন
হয়ে সব নিঃশ্বাস ভেসে বেড়ায় বাতাসের শরীরে; অস্তিত্বের মতো
ম্যাজিকাল— অন্য কিছুই লাগে না!

তবুও অসুখ আসে, আসার জন্যই বোধহয়।
আকাশ ক্যামন লণ্ডভণ্ড লাগে আয়নার ভিতর;
সমস্ত দৃশ্যকে তাই নিজের মৃত্যু ভাবি।

এরপর হঠাৎই
প্রাণীরা চলে যায়; ঘুমাতে যাওয়ার আগে—
ফিরে আসার কথা পর্যন্ত দেয় না।
সেই ম্যাজিকাল অস্তিত্বকে তখন কবর দিতে হয় নিজের অনেক
ভেতরে। যেখানে বিদায়ের কোনো প্রয়োজন হয় না।

এইসব দৃশ্য সকলই মাথার ভিতরে রাখি।
পোকার মতো হাঁটতে হাঁটতে অতঃপর
আকাশের দিকে তাকাই;

চিৎকার করে পৃথিবীকে ব্যর্থ বলে ডাকি।

৪ জানুয়ারি, ২০১৯

বিদায়ের বিপরীতে

স্বল্প পরিসরে কিছু কথাবার্তা বলি,
বিস্তারিত আমাদের হয়ে গেছে বলা।

শেষ দেখা বলে হয় না কিছু, দেখা তো অনেক জলের মতো—
নিরাকার।

মনের মধ্যে বসে থাকো, চুপ, এত রক্ত আমি বিবেচনায় আনব না;
বিবেচনায় আনব না একটা কিছু। এমনকি এই যে ১৯ সালে তোমার
মুখ রক্তের মতো হয়ে গেলো, এই সালটাকে আমি
ভুলতেও চাব না।

শুধু মনে রাখব, পৃথিবীতে আমরা দু-জনে ছিলাম, আমাদের দেখা
হয়েছে অনেক বার, শেষ দেখা বলে কিছু হয় নি, দেখা মাত্রই
জলের মতো— নিরাকার।

দেখা মাত্রই বিদায়ের অনেক বিপরীতে।

১২ জানুয়ারি, ২০১৯

অদ্বিত অদ্রি অনন্ত

বরফে তৈরী মানুষের সিক্রেট

ছেলেটাকে চিনতাম না, অথচ ওর কাছের সবাই কত কাছের আমারও... তারপর সহসা, একেবারে পাণ্ডুলিপি-সমেত। একটু-একটু দেখছি, পড়ছি। প্রথম দিকের কবিতাটাতেই চোখ আটকে গেল "এখানে ঘন কুয়াশার মতো শীত... এখানে শব্দ ওঠে সিঁড়ি বেয়ে"। যা বুঝতে পারছি, ওকে বাকি-জীবন প'ড়ে যেতে হবে।

সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ

তার কবিতা চিন্তাহীন কল্পনামাত্র নয়, নয় অসংলগ্ন চিত্রকল্পের প্রলাপ, যা সমকালীন কবিতার একটি প্রবণতা। ভাবনার শক্ত একটা পাটাতনে দাঁড়িয়ে কবিতা লেখেন তিনি। আর তার ভাষারীতিও ঋজু, শানিত ও পৌরুষদীপ্ত। নার্সিসীয় নয় তার ভাবনালোক: 'আমি' শব্দটা আছে তার কবিতায় প্রচুর, তবে আমিত্ব হতে বিস্তারিত হয়ে পড়েন তিনি বহুবিধ বিষয়বলয়ে। প্রচুর আছে 'মানুষ' শব্দটির ব্যবহার। আর আছে রাষ্ট্র, সমাজ, ঈশ্বর এইসব দারুণ প্রত্যয়, যেগুলো অধরা যোগিনীর মতন পরিবেষ্টন করে থাকে আমাদের নিত্য। অর্থাৎ, দার্শনিকতার একটা আবহ ঘিরে থাকে তার কবিতাভুবনকে। জীবন ও জগতের দিকে ইতিবাচক প্রত্যয়স্নিগ্ধ ভাবনারাজিকে উদ্বোধিত করে তার কবিতা। আর প্রণোদিত করে জাগরণের ঈপ্সায়। এইসবই ঘটে কবিতার নিজস্ব ঘরানায়। কবিতা পাঠের আনন্দই ঘটে তার কবিতা পাঠ করে।

সৈয়দ তারিক

অদ্বিতের কবিতা পাঠকের কল্পনাশক্তিকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়, কেননা তা ইন্দ্রিয়গুলোর স্বাভাবিক আর চেনা কল্পনারীতির বাইরে ক্রিয়াশীল। তিনি পারসোনিফিকেশন করেন বিমূর্তের। ফলে নির্মিত হয় তুলনামুলক এক ভিন্নজগত। তার বাক্যবিন্যাস আর ভঙ্গীর মধ্যে একটা আদিষ্ট সত্তার চারিত্র্য ক্রিয়াশীল, কিন্তু সে প্রফেট নয়, অনেকটা জাতিস্মরের মতো; যে প্রত্যয়ের সাথে কথা বলে। কথা বলে ক্যাজুয়াল ভাষায়।
যদিও ভাষাটি বাংলা ভাষার চলনভঙ্গী থেকে কিছুটা তফাতে তফাতে চলে। সেই ভাষা আর চিন্তার জগতে পশ্চিমদেশের, বিশেষ করে ফরাসী কবিতা-ঐতিহ্যের হরেক বিভা অনায়াসে আহরিত হয়েছে। সবকিছুর সংশ্লেষে অদ্বিত আমাদের সামনে হাজির করেছেন এক উজ্জ্বল কবিতাক্ষেত্র। সেখানে দাঁড়িয়ে অনুভব করা যায় মাটির অন্ধকার ফুঁড়ে বেড়ে উঠছে নিহিতার্থ, কবিতার স্বর্ণবীজ। সেই মাঠে মন্থর কুয়াশায় স্থিরদৃষ্টি এক নিঃসঙ্গ কাকতাড়ুয়া। তিনিই কবি।

হিজল জোবায়ের

আগামী প্রকাশনী

9 789840 422227